কোটচাঁদপুরের চাষিদের নজর কাড়ছে গ্রীষ্মকালীন তরমুজ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার চাষিদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে মার্সেলো গ্রিন ও ইয়েলো কিং জাতের উচ্চমূল্যের গ্রীষ্মকালীন তরমুজ।

মালচিং পদ্ধতিতে চাষ করায় উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় এবং মাত্র ৭০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করে ভালো দামে বিক্রি করতে পারায় খুশি চাষিরা। অন্যদিকে নিরাপদ ও উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদন বাড়াতে উপজেলা কৃষি বিভাগ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকে কোটচাঁদপুরে উচ্চমূল্যের গ্রীষ্মকালীন তরমুজের চাষ শুরু হয়। তবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ চাষের পরিধি সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। চলতি মৌসুমে উপজেলার প্রায় দেড় একর জমিতে সাতজন কৃষক এ তরমুজের চাষ করেছেন।

চাষিদের মধ্যে রয়েছেন নারায়ণবাড়িয়া গ্রামের জুবায়ের হোসেন, ফাজিলপুর গ্রামের আশরাফুজ্জামান, ছয়খাদা গ্রামের সজিব আহমেদ, রামচন্দ্রপুর গ্রামের শান্তি মিয়া, তালসার গ্রামের ফারুক হোসেন, কুশনা গ্রামের আবুল বাশার এবং বড়বামনদহ গ্রামের মহব্বত আলী। অধিকাংশ কৃষক ২০ শতক জমিতে এ তরমুজের আবাদ করেছেন।

কৃষকরা জানান, মাত্র ৭০ দিনের মধ্যে তরমুজ সংগ্রহ করে বাজারে ভালো দামে বিক্রি করতে পেরেছেন। অসময়ে উৎপাদিত হওয়ায় বাজারে এ তরমুজের চাহিদাও বেশি। ফলে এলাকার আরও অনেক কৃষক এ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

বড়বামনদহ গ্রামের কৃষক মহব্বত আলী বলেন, কৃষি অফিসের সহায়তায় গত বছর এক বিঘা জমিতে প্রথমবার গ্রীষ্মকালীন তরমুজের চাষ করি। ফলন ভালো হয়েছিল। প্রথম বছর কিছুটা অভিজ্ঞতার অভাব থাকলেও লোকসান হয়নি। এবার বাজারদর ভালো থাকায় লাভও বেশি হবে বলে আশা করছি।

নারায়ণবাড়িয়া গ্রামের কৃষি উদ্যোক্তা জুবায়ের হোসেন বলেন, তিনি গত তিন বছর ধরে এ তরমুজের চাষ করছেন। বছরে তিনবার এ তরমুজের আবাদ করা সম্ভব। একবার ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা খরচ করলে তিন মৌসুমে

উৎপাদন করা যায়। এতে বছরে প্রায় দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা আয় হয়।

তিনি আরও বলেন, “এটি লাভজনক একটি ফসল। অল্প খরচে ও কম সময়ে ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়। কেউ এ চাষ করতে চাইলে আমি পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।”

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থবছরে গ্রীষ্মকালীন উচ্চমূল্যের তরমুজের সাতটি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। চাষিরা ২০ শতক জমি থেকে গড়ে প্রায় ৬৫ হাজার টাকার তরমুজ বিক্রি করেছেন। উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে তাদের প্রায় ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে।

তিনি আরও জানান, কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে চাষিদের উন্নতমানের বীজ, সার, মালচিং সামগ্রী ও বালাইনাশক সরবরাহ করা হয়েছে। এসব প্রদর্শনী দেখে অন্য কৃষকরাও এ চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে কোটচাঁদপুরে প্রায় দেড় একর জমিতে মার্সেলো গ্রিন, ইয়েলো কিং ও মেলোডি সুপার জাতের তরমুজের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে মার্সেলো গ্রিন জাতের তরমুজের চাষ সবচেয়ে বেশি হয়েছে। হেক্টরপ্রতি গড় উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৩০ মেট্রিক টন।

গাংনীতে রাতের আধারে চাষির পুকুরে বিষ প্রয়োগ; ২০ লক্ষাধিক টাকার মাছ ধ্বংস

রাতের আধারে চাষির পুকুরে বিষ প্রয়োগ;মারা গেলো ২০ লক্ষাধিক টাকার মাছ। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের একটি মাছ চাষের পুকুরের ২০ লক্ষাধিক টাকার মাছ মারা গেছে। পুর্বশত্রুতার জের ধরে অজ্ঞাত কেউ বিষ ঢেলে মাছ নিধন করেছে বলে অভিযোগ মাছ চাষী কামরুজ্জামানের।

আজ বৃহস্পতিবার ভোরে মাছ মরে ভেসে উঠলে বিষয়টি তার নজরে আসে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, কামরুজ্জামান ৩ বিঘা পুকুরে মাছ চাষ করেছেন। দুই বছর ধরে পাঙ্গাস জাতীয় মাছ চাষ করছেন । একেকটি মাছ ৭-১২ কেজি পর্যন্ত ওজন হয়েছে। কয়েকদিন পরেই মাছ বিক্রি করতেন তিনি।

অথচ আজ সকালে স্থানীয়রা পুকুরে মাছ মরে ভেসে উঠতে দেখেন। পুকুর মালিক লোকজন নিয়ে মাছ তুলে বিক্রির চেষ্টা করেছেন। তবে বিষে আক্রান্ত নেই বেশিরভাগ মাছে পচন ধরেছে। এতে তার ২০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান মাছ চাষী কামরুজক্জামান।

দ্রুততম সময়ে বিষয়টির তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গাংনী থানার ওসি পরিদর্শক (তদন্ত) আল মামুন জানান, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্রিয়া চলছে।

গাংনীতে লিচুর বাম্পার ফলন, ভালো দামে খুশি চাষি ও বাগান মালিকরা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় এবার লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া ও নিয়মিত পরিচর্যার ফলে গাছভর্তি ঝুলছে রসালো লিচু। ফলনের পাশাপাশি বাজারে ভালো দাম পাওয়ায় খুশি বাগান মালিক ও লিচু চাষিরা।

বর্তমানে বাজারে মোজাফফরপুরী (আটি) লিচু উঠতে শুরু করেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই বাজারে আসবে বোম্বাই ও চায়না-৩ জাতের লিচু। স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাংনীর লিচুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান, এ বছর উপজেলায় ১২৫ হেক্টর জমিতে লিচুর চাষ হয়েছে। আবহাওয়াজনিত কারণে এবার লিচু কিছুটা

দর্শনায় ৫২টি গাঁজার গাছসহ চাষি আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় গাঁজা গাছসহ রেজাউল হক (৪৪) নামে এক চাষিকে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার (১৭ আগস্ট) ভোরে উপজেলার শৈলমারি গ্রাম থেকে তাকে আটক করে দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ক্যাম্প পুলিশ। আটক রেজাউল হক একই গ্রামের আমজাদ মণ্ডলের ছেলে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদ তিতুমির জানান, শৈলমারি গ্রামে মাদকদ্রব্য গাঁজার চাষ হয়েছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। পরে বাড়ির পাশে তার নিজ বাগানের মধ্যে থেকে ছোট বড় ৫২টি গাঁজা গাছ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত গাছের আনুমানিক ওজন ১৫ কেজি।

আটক আসামির বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

মেহেরপুরে মাচা পদ্ধতিতে চিচিংগা চাষ, ফলন ও দামে খুশি চাষিরা

মেহেরপুরে মাচা পদ্ধতিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের চিচিংগা চাষে লাভবান হচ্ছেন চাষিরা। চিচিংগা চাষে উপযুক্ত মাটি, এবং অনুকুল আবহাওয়ায় বাম্পার ফলন পাচ্ছেন চাষিরা। পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ সবজি হিসেবে চাহিদা থাকায় নিজ জেলার চাহিদা পুরুন করেও রপ্তানি করা হচ্ছে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায়। দাম ভাল পেয়ে খুশি চাষিরা। বৃষ্টিপাত বেশি হলে আরও বেশি ফলন পাওয়া সম্ভব বলছেন কৃষকরা, সবজিখ্যাত মেহেরপুর জেলায় আরও নতুন নতুন সবজি আবাদে চাষিদের উদ্বুদ্ধকরনসহ নানা ভাবে সহায়তা করা হচ্ছে বলছেন কৃষি বিভাগ।

চিচিংগা দেখতে অনেক ভাল। খেতেও সুস্বাদু। আমরা প্রতিনিয়ত অন্যান্য সবজির সাথে ট্রাকভর্তি করে ঢাকা,বরিশাল, সিলেট ও চট্রোগ্রামে বিক্রি করি। এতে কৃষকরা যেমন লাভবান হচ্ছেন,তাদের পাশাপাশি আমরা(ব্যবসায়ীরাও ) লাভবান হচ্ছি।

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার বলেন, মেহেরপুর জেলার মাটি ও আবহাওয়া সব আবাদেরই উপযোগী। কৃষরা এ মাটিতে যা ফলানোর চেষ্টা করেন তাই ফলে। কয়েক বছর যাবত জেলায় মাচা পদ্ধতি অবলম্বন করে চিচিংগা আবাদ করেছেন। এ আবাদে আজও কেউ লোকসানে পড়েনি। সকলেই লাভবান হচ্ছেন। আমরা নতুন নতুন আবাদে কৃষদদের উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছি। সেই সাথে চিচিংগাসহ বিভিন্ন সবজি আবাদে কৃষকদের সব ধরনের সহযোগীতা অব্যাহত রেখেছি।

মেহেরপুরে সুখসাগর পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছেন চাষিরা

আমদানি নির্ভরশীল না থেকে নিজেরাই সুখসাগর পেঁয়াজর বীজ উৎপাদন করে লাভের মুখ দেখছেন মেহেরপুরের কৃষকরা। পেঁয়াজ বীজ বপনের মৌসুমে ভারত থেকে আমদানী নির্ভরশীল থাকতে হতো জেলার পেঁয়াজ চাষিদের।

বীজ সংকটের কারনে অনেকেেই চড়া দামে সুখসাগর জাতের পেঁয়াজ বীজ কিনতেন। প্রয়োজনের তাগিদে আমদানি নির্ভর না থেকে নিজ ক্ষেতেই পেঁয়াজ বীজ উৎপন্ন করছেন কৃষকরা । নিজেদের চাহিদা মেটানোর পরও সরবরাহ করছেন অন্যান্য চাষিদেও কাছে। এতে উৎপাদন ব্যয় অনেকটা কমে যাচ্ছে এবং অধিক মুনাফা আয় করছেন। কৃষি বিভাগ বলছেন কৃষকরা আমদানী নির্ভর না থেকেই নিজেদের উৎপাদিত বীজ দিয়ে যে সুখ সাগর পেঁয়াজ চাষ শুরু করেছেন তা কৃষিতে একটি ইতিবাচক দিক। বীজ উৎপাদনে চাষিদেরকে প্রয়োজনিয় সহায়তাও দেয়া হচ্ছে।

জেলা কৃষি অফিসের তথ্য অনুযায়ী, জেলায় এবছর পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে

মুল্যবৃদ্ধির কারনে চাহিদা অনুযায়ী আবাদ করতে পারতেননা। পরে পলাশপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিরি কৃষি অফিসারের পরামর্শ ও আর্থিক সহায়তা পেয়ে এক বিঘা জমিতে সুখ সাগর পেঁয়াজ আবাদ করেন। সেখান থেকে প্রায় ৮০ কেজি বীজ উৎপন্ন হয় এবং একই গাছ থেকে প্রায় ৪০ মন পেঁয়াজ বিক্রি করেন। পেঁয়াজ ও বীজ বিক্রি করে এক বছরে আয় করেন তিন লক্ষাধিক টাকা। তার পর থেকে তিনি সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করছেন। তার দেখাদেখি অনেকেই বীজ উৎপাদনে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।

দারিয়াপুর গ্রামের কৃষক শাহাবুদ্দিন জানান, আমাদের মুজিবনগর উপজেলায় শতভাগ চাষিরা সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজের আবাদ করেন। ভারত থেকে আমদানি নির্ভর না থেকে এখন নিজেরাই বীজ উৎপাদন করছেন। এতে বীজ কেনার টাকাও লাগছেনা আবার বীজ নিয়ে প্রতারিত হতে হচ্ছেনা তাদের। উপরন্ত একই জমি থেকে বীজ ও পেঁয়াজ দুটোই পাচ্ছেন। আবহাওয়া ভাল থাকলে বিঘা প্রতি জমিতে তিন থেকে চার লাখ টাকা আয় হয় বলেও জানান তিনি।

খানপুর গ্রামের কৃষক ইউনুস আলী জানান, আমাদের উৎপাদিত সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজ জেলার চাহিদা পুরুনের পাশাপাশি বাইরের জেলাতে বিক্রি হচ্ছে। পেয়াজ উৎপাদনের পাশাপাশি বীজ উৎপাদনে অনেক বেশি লাভ। কারন একটি পেঁয়াজ গাছের ফুল থেকে বীজ পাচ্ছি এবং শিকড় থেকে পেঁয়াজ পাচ্ছি। আমি প্রতি বছর সুখ সাগর জাতের বীজ কিনতাম বাজার থেকে। এতে অনেক টাকা বেশি খরচ হয়ে যেত। এখন আমি নিজেই বীজ উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছি। এতে সার্বিক সহায়তা করছেন মেহেরপুরের পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি। তাদের নিজস্ব কৃষি অফিসার আমাদের জমিতে এতে পরামর্শ দিয়ে যায়। কয়েক বছর ধরে সুখ সাগর জাতের বীজ উৎপাদন করে অনেক কৃষককেরই ভাগ্য বদলে ভাসছেন সুখের সাগরে।

পিএসকেএস এর কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোস্তফা রাব্বি জানান, মেহেরপুর জেলার মাটি ও আবহাওয়া সব ফসল ফলানোর জন্য খুবই উপযোগী। বিশেষ করে পেঁয়াজ চাষের জন্য যে আবহাওয়া ও মাটি তা সুখ সাগর পেঁয়াজের ব্যপক ফলন পাওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র মুজিবনগর উপজেলাতে রয়েছে শতাধিত পেঁয়াজ চাষি। যারা শুধুমাত্র সুখ সাগর পেঁয়াজের আবাদ করেন। এতে প্রতিবছর এক বিঘা জমির জন্য বীজ খরচ লাগতো প্রায় ১০ হাজার টাকা। পরে আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী কৃষকরা এখন বীজ উৎপাদন করে ৩/৪ লাখ টাকা আয় করছেন। সোনার বাংলায় সোনা ফলানো সম্বব বলেও মন্তব্য করেন তিনি।